advertisement

জাবি ভিসি বললেন শোভন-রাব্বানী মিথ্যা গল্প ফেঁদেছিল

জাবি প্রতিনিধি
১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০৭:৪৯

ছাত্রলীগকে টাকা দেওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ^বিদ্যালয়ের (জাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম। গতকাল শনিবার দুপুরে নিজের বাসভবনে সাংবাদিকদের ডেকে জাবি ছাত্রলীগকে ১ কোটি ৬০ লাখ টাকা দেওয়ার অভিযোগকে মিথ্যা গল্প আখ্যা দেন তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়নের জন্য ১ হাজার ৪৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে সরকার। এই অর্থের প্রথম ধাপের ৪৫০ কোটি টাকা থেকে উপাচার্য ২ কোটি টাকা বিশ^বিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগকে দিয়েছেন বলে অভিযোগ ওঠে। এ নিয়ে ক্যাম্পাসে উপাচার্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের একাংশ। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানীও জানান, উপাচার্য জাবি ছাত্রলীগকে ১ কোটি ৬০ লাখ টাকা দিয়েছেন।

গতকাল উপাচার্য ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, আমার বিরুদ্ধে জাবি ছাত্রলীগকে ১ কোটি ৬০ লাখ টাকা দেওয়ার যে অভিযোগ করা হচ্ছে, পারলে তারা (শোভন-রাব্বানী) প্রমাণ করুক। তারা মিথ্যা গল্প ফেঁদেছে। আমি তাদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলাম। এ বিষয়ে আমি তদন্ত করতে বলব বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে, মাননীয় আচার্যকে। আমি যাব তাদের কাছে। এতে আমার কোনো সমস্যা নেই।

গত মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে চাঁদা দাবির অভিযোগ করেন উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা। আগে থেকেই ছাত্রলীগের ওপর ক্ষুব্ধ প্রধানমন্ত্রী এ ঘটনায় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেন। এর পর প্রধানমন্ত্রীর কাছে এক চিঠিতে গোলাম রাব্বানী লেখেন, 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে অভিযোগ আপনার (প্রধানমন্ত্রী) কাছে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। উপাচার্য ম্যামের স্বামী ও ছেলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগকে ব্যবহার করে কাজের ডিলিংস করে মোটা অঙ্কের কমিশন বাণিজ্য করেছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে ঈদুল আজহার পূর্বে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগকে ১ কোটি ৬০ লাখ টাকা দেওয়া হয়। এ খবর জানাজানি হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি শুরু হয় এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে উপাচার্য ম্যাম আমাদের স্মরণ করেন। আমরা দেখা করে আমাদের অজ্ঞাতে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগকে টাকা দেওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন তোলায় তিনি বিব্রতবোধ করেন। নেত্রী, ওই পরিস্থিতিতে আমরা কিছু কথা বলি, যা সমীচীন হয়নি। এ জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।'

advertisement

রাব্বানীর এই চিঠি নিয়ে আলোচনার মধ্যেই গতকাল সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম। তিনি বলেন, টাকা-পয়সা নিয়ে তাদের (শোভন-রাব্বানী) সঙ্গে আমার কোনো কথা হয়নি। টাকার বিষয়ে তারা আমাকে ইঙ্গিত দিলে আমি বলি, তোমরা টাকা-পয়সা নিয়ে কোনো আলাপ আমার সঙ্গে করবে না। তোমরা যা চাও, তা তোমাদের মতো কর। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীও জানেন। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, তারা ঠিকাদারের কাছ থেকে কিছু পার্সেন্টেজ (টাকা) নেবে। তারা এ বিষয়ে আমাকে ইঙ্গিতও দিয়েছে। কিন্তু আমার কাছে এসে তারা হতাশ হয়েছে। তারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে খোলা চিঠিতে এ বিষয়ে যা লিখেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের নেতারা কেন তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করবেনÑ এমন প্রশ্নে উপাচার্য বলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে শেষ তীরটা হয়তো আমার দিক থেকে গেল। কী না করেছে সে (রাব্বানী), একজন ছাত্রনেতা, আমাদের ভবিষ্যৎ। শুধু যে এ গল্প (জাহাঙ্গীরনগরে চাঁদা দাবি) তা কিন্তু না। কুষ্টিয়া (ইবি), ঢাবি, জবিতেও ঘটেছে। এসব পটভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রিয় ছাত্রলীগের যাতে পচন না ধরে সে জন্য হয়তো প্রধানমন্ত্রী তদন্তও শুরু করেছিলেন। কিন্তু শেষমেশ হয়তো আমার ঘটনা দিয়ে এটা শেষ হয়ে গেল। তারা এখন এসব কথা বলছে অভিযোগ থেকে বাঁচতে।

দুর্নীতির অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের বিষয়ে উপাচার্য বলেন, ক্যাম্পাসে আন্দোলনের মাধ্যমে কিছু মানুষ আমাকে দুর্নীতিবাজ বানাতে চাচ্ছে। তাই আমি চাই, দুর্নীতি যে-ই করুক তার তদন্ত হোক। যে বা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান নষ্ট করেছে তার তদন্ত হোক। হয়তো আমার দুর্নীতি বের করতে গিয়ে অন্য কিছু বেরিয়ে আসবে।

এদিকে সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং দুর্নীতির তদন্তের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের একাংশ। তাদের সঙ্গে আগামী বুধবার বসবেন বলে জানান উপাচার্য।